

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের ডেটাবেজ প্রসঙ্গে

আ হ সান মো হা ম্ম দ

মুক্তিযুদ্ধের মত গৌরবময় ঘটনা শুধু বাংলাদেশী নয় পুরো বাঙ্গালী জাতির জন্য আর ঘটেনি। তেমনি মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, দেশের প্রতি তাঁদের অবদানেরও কোন তুলনা হতে পারে না। কিন্তু দেশের সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নামগুলো পর্যন্ত দেশবাসী জানে না। নিজের গ্রাম বা মহল্লায় কারা মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে খবর হয়তো কেউই রাখেন না। রাখার উপায়ই বা কি। এমন কোন বই প্রকাশিত হয়নি যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের তালিকা রয়েছে। দুনিয়ার হেন জিনিসটি নেই যা সম্পর্কে ইন্টারনেটে তথ্য পাওয়া যায় না; অথচ, দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা জীবন দিয়ে গেলেন তাঁদের কোন তালিকা সেখানেও পাওয়া যাবে না। দেশ স্বাধীন হবার পর তিন যুগ পার হয়ে গেল। কিন্তু, আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের কোন তালিকা প্রণয়ণ করা হল না। এ বিষয়ে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে কোন উদ্যোগও নেয়া হয়েছে বলে জানা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যারা ছোট ছিল কিংবা পরে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের অনেকেই জানে না, তাদের এলাকায় কারা জাতির জন্য চরম আত্মত্যাগটি করেছিলেন। তার পরের প্রজন্মের কথা তো বলাই বাহুল্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে ছিল, তারা এখন ঘাটের কোঠায়। এই প্রজন্ম মারা গেলে আমাদের শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরীর কোন পথই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

যাঁরা তাঁদের জীবনের বিনিময়ে আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেলেন তাঁদের প্রতি উপেক্ষার মত অকৃতজ্ঞতা আর হতে পারে না। এর জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। তাছাড়া বিষয়টিকে সত্যের প্রতি অনীহা হিসাবেও দেখা হবে। কেননা, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে কিন্তু নীরব নই, নীরব শুধু শহীদদের বিষয়ে; যেহেতু তাঁরা আজ জীবিত নন এবং তাঁদের নাম জানা না জানার সাথে আমাদের কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা নেই।

এ বিষয়ে প্রধান দায়িত্ব সরকারের। স্বাধীনতার পর যে সকল সরকার দেশ শাসন করেছে, তারা সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসাবে নিজেদেরকে দাবী করে এসেছে। একটি দল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং আরেকটি দলের প্রতিষ্ঠাতা দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার দুঃসাহসী কাজটি করেছেন ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধকে পুজি করে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পদ-পদবী লাভ সবই হয়েছে; অথচ শহীদদের তালিকাটি প্রণয়ণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। একই বিষয় লক্ষ্য করা যায় লেখক, গবেষক ও সুশীল সমাজের মধ্যে। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে চেতনায় জাগ্রত রাখতে সদা সচেতন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সাধারণ শহীদদের স্মৃতিটুকু রক্ষার ব্যাপারে অতি উদাসীন। বিগত সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। মন্ত্রণালয়টিকেও এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা প্রণয়ণ ও তা জনসাধারণের জন্য তা প্রকাশ করার কাজটি খুব কঠিন কিছু নয় বা এর জন্য যে খুব বেশী অর্থ ব্যয় হবে তা নয়। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লা ধরে ধরে উক্ত এলাকায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাঁদের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করে তাকে একটি

ডেটাবেজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। সারা দেশে নেটওয়ার্ক রয়েছে এমন যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পক্ষে শহীদদের নাম-পরিচয় সংগ্রহের কাজটি করা সম্ভব। অপরদিকে ত্রিশ লক্ষ রেকর্ডের এ ধরনের একটি ডেটাবেজ করতে তেমন কারিগরি দক্ষতারও প্রয়োজন নেই। কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করে এমন যে কেউ কাজটি খুব অল্প সময়ে করে ফেলতে পারে। শহীদদের নাম ও তালিকা সংগ্রহ করা হয়ে গেলে তা ডেটাবেজে এন্ট্রি করার জন্য এগিয়ে আসার মত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেরও অভাব হবে না। ডেটাবেজটি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করে দিলে দেশ-বিদেশের সকলে তালিকাটি পড়তে পারবে। এটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে।

এ ধরনের একটি ডেটাবেজ শুধু যে মহান শহীদদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কিছুটা হলেও প্রকাশ করতে সাহায্য করবে, তাই নয়, বরং তা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে। আশা করি বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার, মিডিয়া এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। ভোটার আইডি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাম/মহল্লায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের তথ্যও সংগ্রহ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্টরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। মনে রাখতে হবে, আমাদের হাতে খুব বেশী সময় নেই। আর কয়েক বছর পরে এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তখন তথ্য দেবার মত খুব বেশী লোককে জীবিত পাওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে আরেক দল অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মাত্র নয় মাসের নয়। বরং সোয়া দুই শত বছরের ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আমরা ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সে ইতিহাসে সংরক্ষণের কোন উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। দুই শত বছর ধরে দুঃসহ নির্যাতন সহ্য করে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন সেই মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশের কথাই আমরা ভুলে গেছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ও তাদের সংগ্রামের কথা বেশী করে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, কেননা, অনেকেই বলছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি আধুনিক সংস্করণ আমাদের মানচিত্রের উপর তার ভয়ংকর থাবা ক্রমাগত বিস্তার করে চলেছে।